মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

www.dhakaeducationboard.gov.bd

নং- বিবিধ/৯১৫ তারিখ:১২/১২/২০১৬

বিষয় ঃ ঢাকা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতকৃত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.৭২.০৬.০২৪.১৬.৩৩৬ তারিখ ঃ ২৭/১০/২০১৬।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৬/৮/২০১৬ তারিখে জেলা প্রশাসন, ঢাকার উদ্যোগে দেশের সাম্প্রতিক উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীসহ ঢাকা জেলার সকল মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার প্রধানগণের অংশগ্রহণে জাতীয় নাট্যশালা অডিটরিয়াম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত অতিথিগণসহ ঢাকা মহানগরী ও ঢাকা জেলার সকল মহাবিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসার প্রধানগণ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে করণীয় ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মতামত ও সুপারিশ পেশ করেন। সকলের মতামত ও সুপারিশ একীভূত করে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

১। সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর (বিকল্প মোবাইল নম্বর) ইত্যাদি তথ্যসম্বলিত ড্যাটাবেজ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ:

২। শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল হাজিরা গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩। যে সকল শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে এবং শ্রেণিকক্ষে অনুপস্থিত থাকে, সে সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবকগণকে বিষয়টি তাৎক্ষণিক অবগতির জন্য শ্রেণি শিক্ষকসহ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪। যদি কোন শিক্ষার্থী ছুটির পর যথাসময়ে বাসায় না পৌঁছায় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবক কর্তৃক তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিষ্ঠান প্রধান/শ্রেণি শিক্ষককে অবগত করা। এ ক্ষেত্রে অনির্ধারিত সময়ে প্রতিষ্ঠান ছুটি হলে তা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া;

৫। এক সাথে ২/৩ দিন অনুমোদন ব্যতীত শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষার্থীর বাসায় বিষয়টি অবগত করা;

৬। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠানে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭। কর্মমূখী শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্বারোপ করা;

৮। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড নিয়মিতভাবে মনিটরিং এর ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

৯। Facebook সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারের উপর নজরদারী বাড়ানো;

১০। যে পরিবারের কিশোর-তরুণ নিয়মিত মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য যায় তাদের ব্যাপারে পিতা-মাতার লক্ষ্য রাখতে হবে যে, অপরিচিত কারো সাথে অথবা অন্য কোথাও অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত করে কিনা? অথবা মসজিদে গমনাগমনের সূত্রে কোন অপরিচিত, অতিমিষ্টভাষী কিংবা রহস্যময় কারো সাথে তার সখ্যতা গড়ে তোলে কিনা?

১১। অভিভাবকগণকে তাদের সন্তানদের বন্ধু মহল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। কোন বন্ধুর সাথে কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলে সব বিষয়ে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হয়েই অনুমতি প্রদান;

১২। ইসলাম ধর্ম একটি আধুনিক ও শান্তির ধর্ম। এতে হিংসা, হত্যা, নৃশংসতা ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। সে বিষয়ে সকল গণমাধ্যমে ইসলামিক চিন্তাবিদদের মাধ্যমে নিয়মিত আলোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রচার করা;

১৩। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জঙ্গি বিরোধী মানববন্ধন ও র‍্যালির পাশাপাশি পাড়া ও মহল্লায় সচেতনতামূলক সমাবেশ আয়োজন। গণমাধ্যমে জঙ্গি বিরোধী ভিডিও চিত্র তৈরী ও প্রচার করা;

১৪। সকল শিক্ষার্থীকে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কোন না কোন ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত করা;

১৫। সকল প্রতিষ্ঠানে আবশ্যিকভাবে স্কাউটিং দল গঠন ও শিক্ষার্থীদের স্কাউট/রোভার স্কাউট/গার্লস গাইড এর সাথে সম্পৃক্তকরণ;

১৬। শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা। এ জন্য নিম্মোক্ত উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে: (ক) বিতর্ক দল গঠন (খ) সাংস্কৃতিক দল গঠন (গ) নিয়মিত রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন (ঘ) নাটকের জন্য দল (ঙ) খেলাধূলার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন ও (চ) স্কাউট এর কার্যক্রম প্রসার ইত্যাদি;

১৭। প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত খেলাধূলার আয়োজন করা। যে সব প্রতিষ্ঠানে খেলার মাঠ নেই, সেকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উপযোগী খেলাধূলার সাথে সম্পৃক্তকরণ;

উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

১২/১২/২০১৬

ড. মোঃ আশফাকুস সালেহীন
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
ঢাকা।

অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক,
অত্র বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।